নাদ

সঙ্গীতের সম্পর্ক ধ্বনির (আওয়াজের) সঙ্গে। ধ্বনি দু-রকম ঃ

১। সঙ্গীতোপযোগী ধ্বনি, আর ২। তা বাদে অন্যান্য ধ্বনি। প্রথমটিকে বলা হয় 'নাদ' আর দ্বিতীয়টিকে বলা যায় 'কোলাহল' বা 'শোরগোল'। আমরা এখানে কেবলমাত্র 'নাদ' সম্বন্ধেই আলোচনা করব। নাদ প্রসঙ্গে তিনটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার ঃ ১। নাদের ছোট-বড়-র বৈশিষ্ট্য, ২। নাদের জাতি বা গুণ, ৩। নাদের উঁচু-নিচু-র বৈচিত্র্য। এই তিনটি বিষয়কেই ইউরোপীয় নাদ-বিশেষজ্ঞরা যথাক্রমে Magnitude, Timbre এবং Pitch নামে অভিহিত করেন।

১। নাদের ছোট-বড়

একই নাদকে আমরা আস্তে অথবা জোরে উচ্চারণ করতে পারি। আস্তে উচ্চারিত নাদ কেবলমাত্র পাশের ব্যক্তিই শুনতে পায়, কিন্তু জোরে উচ্চারিত নাদ অনেক দূর থেকেও শোনা যায়। এই পার্থক্য সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে এই দু-ধরনের নাদের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই।

২। নাদের জাতি বা গুণ

নাদের জাতি থেকে অনায়াসেই অনুমান করা যায় তা কোন্ বাদ্যযন্ত্রের অথবা কোন্ মনুষ্যকণ্ঠের। যেমন, হারমোনিয়াম, সানাই, সারেঙ্গী, বেহালা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র থেকে একই নাদ নির্গত হলেও না-দেখেই বলে দেওয়া যায় কোন্ নাদটি কোন্ বাদ্যযন্ত্রের। এইভাবে নাদের জাতি থেকেই নাদকে চিনে নেওয়া যায়।

৩। নাদের উঁচু-নীচু

নাদের উঁচু-নিচু প্রতি সেকেণ্ডে ঘটমান আন্দোলন বা কম্পনের (Vibration) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কম্পন যত বেশি হবে, নাদও ততই উঁচু হবে, আর কম্পন যত কম হবে, নাদও ততই নিচু হবে। মনে রাখা দরকার, আন্দোলন-সংখ্যা বা কম্পাঙ্কের সঙ্গে ছোট-বড় নাদের কোনও সম্পর্ক নেই, কিন্তু নাদের উঁচু-নিচু নির্ভর করে কম্পাঙ্কের উপরেই। তাই বলা যায়, একই নাদ ছোট বা বড় হতেই পারে, কিন্তু একই নাদের পক্ষে উঁচু এবং নিচু দুই-ই হওয়া সম্ভব নয়।